আধুনিক সাহিত্যের দৃষ্টির মাধ্যমে আধুনিক বিশ্বের দিকে তাকানো একটি আকর্ষণীয় যাত্রা হতে পারে,কারণ সাহিত্য সর্বদা সমাজের আশা,ভয়,সত্যতা এবং জটিলতাগুলিকে প্রতিফলিত করার একটি আয়না।আধুনিক সাহিত্যের চিন্তাধারার দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে কীভাবে আমাদের সমসাময়িক বিশ্বের মানব এবং প্রযুক্তিকরণের চলমান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর প্রকৃতিক পরিবেশের অস্তিত্ব বিলুপ্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে সেই অসচেতনশীল চিন্তাধারাকে পালটিয়ে মানব এবং প্রযুক্তির সাথে পৃথিবীর প্রকৃতিক পরিবেশের ও ভারসাম্য রক্ষা করা যায় সেই সচেতনশীল চিন্তাধারার বৃদ্ধির জন্য লেখিকা এই আধুনিক সাহিত্যের মাধ্যমে আধুনিক মানবসম্প্রদায়কে জাগ্রত করতে চেয়েছেন উনার লেখা আধুনিক সাহিত্যের ছোটগল্প,উপন্যাসের সচেতনশীল চিন্তাধারার কাহিনিগুলির মধ্য দিয়ে।

লেখিকা মনে করেন আধুনিক বিশ্বে সাহিত্য সামাজিক ভুল তথ্য এবং জাল খবরের যুগে সাহিত্য সত্যের প্রকৃতি এবং সত্য বর্ণনার প্রতীক।সাহিত্যের মধ্যে যে বাস্তবতা প্রকাশিত হয় তার সাক্ষী ইতিহাসের প্রচলিত নবজাগরণের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে বর্তমান দিনের আধুনিক বিশ্বে অব্দি এর প্রভাবের তরঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়,কিন্তু সাহিত্য কী ভবিষ্যতেও তার স্থান চিরন্ত ভাবে রক্ষা করতে পারবে এই প্রশ্ন আধুনিক জগতের লেখকদের মধ্যে প্রশ্নের বিষয় হয়ে আছে,তবুও সাহিত্য বর্তমানের সোশ্যাল মিডিয়ার ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য আধুনিক সাহিত্যও নিজের পথকে পদোন্নতির মাধ্যমে উন্নত করেছে আর জনসাধারণের কাছে সাহিত্য সমাজের সত্যতা দর্পণের জন্য আরও বেশি ব্যবহারের উপযোগী বিষয় হয়ে উঠেছে।

ডিজিটাল যুগে বিচ্ছিন্নতা এবং সংযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে আন্তঃসংযোগ থাকা সত্ত্বেও,অনেক ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতার ফলে একান্ত হওয়ার অনুভূতি অনুভব করে।সমসাময়িক সাহিত্য ডিজিটাল যুগে বন্ধুদের সাথে কথোপকথন এর মতো কাজগুলিতে দেখা যায়।এই থিম এবং দৃষ্টিভঙ্গিগুলি আধুনিক সাহিত্য চেতনার সমৃদ্ধ পাঠকদের গল্প পড়ার,বলার মাধ্যমে তাদের চারপাশের বিশ্বের জটিলতার সাথে জড়িত হতে আমন্ত্রণ জানায়।

বর্তমান দিনে নারী ও মানব অধিকারের সাথে সাথে প্রকৃতিক পরিবেশের যেভাবে পতন হচ্ছে সেই পতন ভবিষ্যতে একদিন প্রলয়ের রূপে মানবসম্প্রদায়ের মধ্যে আঘাত দিতে পারে সেই কঠিন পরিস্থিতি আসার আগেই আমাদেরকে সচেতনশীল জরুরী পদক্ষেপগুলি কার্যকরী করে মানবসম্প্রদায়ের সাথে সাথে পৃথিবীর প্রকৃতিক পরিবেশেরও যত্নের সাথে সুরক্ষা করতে হবে, যাতে আগামী ভবিষ্যতে আমাদের নতুন প্রজন্ম আমাদেরকে এই পৃথিবীর প্রকৃতিক পরিবেশের সাথে মানব সম্প্রদায়ের সংরক্ষণকারী অতীতের মানবসম্প্রদায় বলে জানতে পারে নাকি ধ্বংসকারী বলে।

পৃথিবীর ভারসাম্য ক্ষমতা নষ্ট হওয়ার ফলে জলবায়ু পরিবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে এবং সাহিত্য এই জরুরিতাকে প্রতিফলিত করে। আধুনিক সাহিত্যের মাধ্যমে লেখিকা পরিবেশগত পতনের দ্বারা পৃথিবীর আকৃতির ডিস্টোপিয়ান ভবিষ্যত কল্পনা করেন,পাঠকদের মানবতার পরিবেশগত পদচিহ্নের পরিণতিগুলির পদ্ধতিগত অবিচারের মোকাবিলা করার জন্য সচেতন করেন যাতে ভবিষ্যতে মানবসম্প্রদায়ের অস্তিত্বের সাথে পৃথিবীর প্রকৃতিক পরিবেশেরও অস্তিত্ব চিরন্তকালের জন্য সংরক্ষিত করার মানসিকতা সমস্ত বিশ্বজুড়ে অতিশীঘ্রই শক্তিশালী আইনরূপে কার্যকরী করা হয়,আর সমস্ত দেশের প্রত্যেক জনসাধারণের প্রথম শ্রেষ্ঠ নাগরিক দায়িত্ব প্রকৃতি সংরক্ষণ করার দিকে সরকারকে আইন পরিকল্পনা পরিকল্পিত করতে হবে,তাহলেই হয়তো আমরা আমাদের পৃথিবী মায়ের প্রকৃতির সংরক্ষণকারী সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমানি সন্তান বলে পরিচিত হতে পারবো এই পৃথিবীর সাথে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে।